দাম কমল
ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল
ALIPUR BARTA

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা,২৬ বৈশাখ – ০১ জৈষ্ঠ, ১৪২৭ ঃ ০৯ মে – ১৫ মে, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 28, 09 May - 15 May, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।

কেন্দ্রীয় দল আসার পর আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অভিযোগ আর দোষারোপে বিদ্ধ হচ্ছে রাজ্য সরকার।

রবিবার : এবার আর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের মাধ্যমে নয়

সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশিকা বলে জানতে পারা গেল দেশে তৃতীয় দফার লকডাউন বাড়ল ১৭ মে পর্যন্ত আরও ১৪ দিন। কিছু ছাড় মিলেছে গ্রিন জোনে।

সোমবার : উত্তর কাশ্মীরের ছন্দোয়ারায় একটি বাড়িকে

জঙ্গিমুক্ত করতে শহিদ হলেন দুই সেনা অফিসার ও তিন জওয়ান। রাজোয়ার জঙ্গলে সেনা–জঙ্গি লড়াইয়ের পর পালিয়ে গিয়ে ওই বাড়িতে আশ্রয় নেয় জঙ্গিরা।

মঙ্গলবার : সরকারি নির্দেশে প্রায় একমাস পর মদের দোকান

খুলতেই দেখা গেল অভূতপূর্ব দৃশ্য। রাত থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মদ্যপায়ীরা। লাইনে ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হল পুলিশকে। তবে লক্ষ্মীলাভ হল সরকারের।

বুধবার : রেশন বন্টন নিয়ে অশান্তি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাংলায়। কেন্দ্র–রাজ্য সংঘাতও

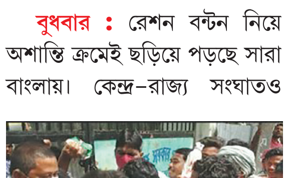

অব্যাহত। এর মধ্যে ডিলারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যত অশান্তির মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষে মেয়র ও মেয়র পারিষদদেরকেই

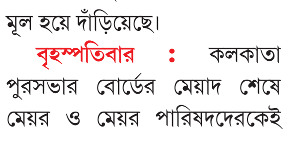

প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। তবে এই নির্দেশে বেঁকে বসেছেন রাজ্যপাল। তাঁর অভিযোগ তিনি কিছু না জানলেও তাঁর নামে বেরিয়েছে নির্দেশ।

শুক্রবার : ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর স্মৃতি ফিরিয়ে আনল অন্ধ্রপ্রদেশের

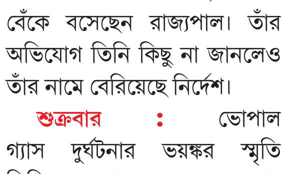

বিশাখাপত্তনম। ভোর রাতে এক প্লাস্টিক কারখানায় পড়ে থাকা প্ল্যান্ট থেকে স্টাইরিন গ্যাস লিক করায় মারা গেলেন ১১ জন। অসুস্থ প্রায় পাঁচ হাজার।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

চতুর্থ দফার প্রস্তুতি শুরু?

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চের ৭ দিন, এপ্রিলের ৩০ এবং মে মাসের ১৭ দিন। দ্বিতীয় দফা কাটিয়ে চলছে ১৪ দিনের তৃতীয় দফা লকডাউন। এরপর লকডাউন কি আরও বাড়বে? দেশবাসীর মনে লাখটাকার প্রশ্ন এখন এটাই। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ৪০ দিনের সঙ্গে তৃতীয় দফার লকডাউনে ঘটে গেছে বেশ কিছু পরিবর্তন। দেশকে পাট পাট করে গোটানো হয়েছে নানা রঙ ও কনটেইনমেন্ট জোনে। রঙ অনুযায়ী কাজ–কর্ম, ব্যবসা–বাণিজ্যে দেওয়া হয়েছে নানা রকম ছাড়। খুলেছে চা–পান ও মদের দোকানও। কোন জোনে কোন ছাড় তার জটিল তালিকা বুঝতেই সময় লেগে যাচ্ছে মানুষের। তার মধ্যে শুরু হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক, পড়ুয়া ও রোগী বিনিময়। কেউ আসছে এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, কেউ ফিরছে বিদেশ থেকে নিজের ঘরে। এই ঘরবন্দী খেলায় কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই করোনার। তার অভিযান অব্যাহত। বাড়ছে আক্রান্ত, বাড়ছে মৃত্যু। সান্ত্বনা একটাই কিছুটা হলেও বাড়ছে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা।

রোজকারের এই সংখ্যাতত্ত্বে ক্লান্ত মানুষ এখন চর্চা শুরু করেছে ভবিষ্যত নিয়ে। তাদের একটাই জিজ্ঞাসা। এরপর কি? কত মানুষ রোজগার হারাবে? বেতন কমবে কতজনের? কোন কোন ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়বে? এক নামী সংস্থার সমীক্ষা বলছে দেশে চাকরি হারাতে পারেন ১০ কোটি মানুষ। আশঙ্কা রয়েছে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ চাকরি ছাটাইয়ের। অনেক সংস্থাই নাকি ৮৫ শতাংশ বেতন কমিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বস্ত্র, ফুড প্রসেসিং, খুচরো বিপণি ও নির্মাণ শিল্প। চরম আঘাত আসবে পর্যটন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে। আবার আশার আলো দেখিয়ে এই সমীক্ষা বলছে ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে ভারতের অর্থনীতি কারণ চিন আর জাপানের মত রফতানি নির্ভর দেশ নয় ভারত। এই সমীক্ষা আরও বলছে ২০২০–২১ অর্থবর্ষে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা মাত্র ১০.০১ শতাংশ। ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা ২১.৫২ শতাংশ, নিয়োগই হবে না ৫৩.৪১ শতাংশ। ছাঁটাইয়ের পর পুনর্নিয়োগের সম্ভাবনা ১৫.২৬ শতাংশ। নিয়োগের সুযোগ হিসেব করে সমীক্ষা জানিয়েছে ৫ থেকে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের নিয়োগের সুযোগ ৩৫.৫ শতাংশ। ১০ থেকে ১৫ বছরের ২৯.৬১ শতাংশ, ১ থেকে ৫ বছরের ২৩.৯৩ শতাংশ আর আনকোরাদের সম্ভাবনা ১০.৯৬ শতাংশ।

সমীক্ষা বলছে
- চাকরি হারাতে পারেন ১০ কোটি মানুষ
- ছাঁটাই হতে পারেন ১৫–৩০ শতাংশ
- বেতন কমতে পারে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত
- ক্ষতিগ্রস্থ হবে বস্ত্র,ফুড প্রসেসিং, নির্মাণ
- চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে পর্যটন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে

ছাঁটাইয়ের ধরণ সমীক্ষায় উঠে এসেছে জুনিয়রদের চাকরি যাবে ৫১.৩৫ শতাংশ। মাঝামাঝি স্তরের কর্মীদের চাকরি যাবার সম্ভাবনা ৩৪.৯১ শতাংশ এবং সিনিয়রদের ৯.৪৪ শতাংশ। ২০০টি সংগঠিত কোম্পানির উপর এই সমীক্ষা আদৌ কতটা ফলবে তা বলবে পরবর্তী সময়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এসব হিসাব লকডাউন ওঠার পর স্বাভাবিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

এখন খতিয়ে দেখতে হবে তৃতীয় দফার পর লকডাউন কি আদৌ উঠবে। পরিস্থিতি কি স্বাভাবিকের দিকে এগোবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেতে হল এইমস–এর ডিরেক্টর ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়ার কথায়। তিনি জানিয়েছেন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বাড়বে জুন–জুলাইয়ে। তাহলে কি লকডাউন আরও বাড়বে? প্রশাসনের এক সিনিয়র আধিকারিক বললেন, এতো অবশ্যম্ভাবি। সেই জন্যই তো পরিযায়ীদের ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য এত তোড়জোড়। লকডাউন উঠে গেলে তো তারা কদিন বাদেই ফিরতে পারতেন। এছাড়া রেশন ব্যবস্থা দেখলেও তো বোঝা যাচ্ছে যে এখনও দীর্ঘ সময় মানুষকে ঘরবন্দী থাকতে হবে। সেইজন্যই তো রেশন বিতরণের সময়সীমা জুন–জুলাই এমনকি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। তবে কি লকডাউন মে ছাড়িয়ে জুন–জুলাই পর্যন্ত চলতে পারে?

ডাক্তাররাও এই সম্ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন। তাঁদের মতে এখনই যদি একসাথে দেশে লকডাউন উঠে যায় তাহলে সংক্রমণের তীব্র গতি রোধ করা সম্ভব হবে না। করোনার উর্দ্ধগতি ঠেকাতে পরিকল্পনা মাফিক লকডাউন করা জরুরি। জোন ভিত্তিক লকডাউন আরও চ্যালেঞ্জের। তাঁদের মতে চিনে একটানা ৭৬ দিন লকডাউন চলেছিল। তার মধ্যে তারা হু–র নির্দেশ মতো বিপুল সংখ্যক টেস্ট করে পরিস্থিতি সামলেছে। এখানেও টেস্টের

এরপর তিনের পাতায়

অর্থনৈতিক পীঠস্থানে সংক্রমণ ৫৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দু'দফায় টানা ৪০ দিন লকডাউন শেষ হয়ে ৪ মে থেকে তৃতীয় দফার লকডাউন দেশজুড়ে শুরু হলো। চলবে আগামী ১৭ মে পর্যন্ত। তারপর যে চতুর্থ দফা শুরু হবেই বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে, মোটামুটি নিশ্চিত। লকডাউন শেষ হলেও যে এই মারণ ব্যাধি

থাকবে সে বিষয়েও ইঙ্গিত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অতএব দুশ্চিন্তা থাকছেই। তবে এইভাবে লকডাউন চালিয়ে গেলে দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। দেশের যে ১০টি মহানগর দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান সেই মহানগরগুলির সংক্রমণের হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ব্যবসা–বাণিজ্য আমদানি–রফতানির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বই থানে ও পুনে, গুজরাতের পুরাতন রাজধানী মহানগর আমেদাবাদ ও সুরাত, দিল্লির নয়া দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চল, রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, তেলঙ্গানার রাজধানী হায়দরাবাদ ও তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই। এই ১০ মহানগরে আক্রান্তের সংখ্যা গোটা দেশের প্রায় ৫৪ শতাংশ। আর মৃতের সংখ্যাও প্রায় ৭১ শতাংশ। দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন অবশ্য দাবি করেন, এদেশে কোভিড–১৯ আক্রান্তরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই আরও কিছুদিন কঠোর লকডাউন পালন করা হলে সংক্রমণের হার কমতে বাধ্য। কিন্তু এতোদিন দেশের অর্থনীতি কোমায় চলে যাবার আশঙ্কা প্রবল। বিশেষ করে ব্যবসায়ীক মহানগরগুলি যতদিন না সংক্রমণ কাটিয়ে নতুন ছন্দে ফিরতে পারছে ততদিন ভেন্টিলেশনেই থাকতে হবে অর্থনীতিকে। অর্থনীতিবিদদের মতে সরকারি সাহায্য ছাড়া শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। অর্থমন্ত্রী চেষ্টা করছেন না, কিন্তু কর সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা আদৌ কতটা সম্ভব হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

মহিলার আক্রমণে চাঞ্চল্য ছড়াল গ্রীন কোচবিহারে

কুশল দাশগুপ্ত : আশঙ্কা সত্যি শুরু হয়ে গিয়েছে লকডাউনের তৃতীয় দফা। চলবে আগামী ১৭ই মে পর্যন্ত তৃতীয় দফার লকডাউন বর্ধিত করা হলো। এই তৃতীয় দফার লকডাউন ঘোষণার সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন জেলাকে করোনা সংক্রমণের নিরিখে ৩টি জোনে ভাগ করেন। কোচবিহার জেলায় এখন অব্দি দেখতে পাওয়া যায়নি কোনো করোনা সংক্রমণ রোগী। স্বভাবতই গ্রীন জোনে থাকা এই জেলার মানুষ মনে করেছিলেন আগামীকাল কিছুটা স্বাভাবিক হবে জনজীবন। রবিবার বিকেলে তাদের এই উদ্দীপনায় জল ঢেলে দিল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশ না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকবে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা। এই ঘোষণার পরই উৎফুল্লতায় ছাই চাপা পড়ে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের মনে। একদিকে যেমন দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন থাকার ফলে অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে দিন আনি দিন খাই মানুষ অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকার ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছোট থেকে বড় সকল ব্যবসায়ীরা। এমত অবস্থায় আশায় বুক বেঁধে ছিলেন তারা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা যে ৪ মে থেকে অল্প অল্প করে শুরু করতে পারবেন ব্যবসা—বাণিজ্য আর তাতে খানিকটা হলেও মিটবে অর্থনৈতিক সমস্যা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার পরেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে পাচ্ছেন ছোট থেকে বড় সকল ব্যবসায়ীরা। জেলাশাসক পবন কাদিয়াল জানিয়ে দেন রাজ্য থেকে নতুন নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত বহাল থাকবে সম্পূর্ণ লকডাউন। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক চাঁদ মোহন সাহা বলেন করোনা ভাইরাসকে রুখতে বৃহৎ স্বার্থে তারা জেলা প্রশাসনের এই নির্দেশিকা মেনে চলবেন। তিনি বলেন এই নির্দেশিকায় অবশ্যই ক্ষতি হবে ব্যবসায়ীদের এরপর তিনের পাতায়

বিজেপি সভাপতি আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা : লক ডাউনের মধ্যেই গত ২মে শনিবার রাতে বিজেপির যুব মোর্চার দিনহাটা শহর মণ্ডলের সভাপতির বাড়িতে হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটায়। এদিন রাত নয়টা নাগাদ বাইকে করে ১০/১২ জনের একটি দুষ্কৃতি দল আসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি মুন্না সাউয়ের বাড়ির গেট ভেঙ্গে দেয়। পাথর দিয়ে দোতালার ঘরের জানালার কাচও ভেঙ্গে পালিয়ে যায়। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপির অভিযোগ, শনিবার বিকালে বিজেপির সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের সাথে দিনহাটা থানার সামনে অবস্থানে বসায় তৃণমূলের গুণ্ডারা ওই হামলা চালায়। যদিও বিজেপির ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।বিজেপির যুব মোর্চার দিনহাটা শহর মণ্ডলের সভাপতি মুন্না সাউ বলেন, শনিবার এরপর তিনের পাতায়

মৃত ১, আক্রান্ত ৫১, সুস্থ ১০

জেলায় বাড়ছে কন্টাইনমেন্ট জোন, সচেতনতায় ঘাটতি

কুনাল মালিক : গত ৬ মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতর যে বুলেটিন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কোভিড–১৯ আক্রান্তের সংখ্যা মোট ৫১ জন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মৃত ১ জন, সুস্থ হয়েছেন ১০ জন এবং ৬ মে পর্যন্ত আক্রান্ত আছেন ৪০ জন। তবে এর মধ্যে মহেশতলা এলাকায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে মহেশতলার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেখ আফতাব মারা যান এন আর এস–এ। গার্ডেনরিচের বাসিন্দা নাসরিন জাহান মহেশতলার ব্যানার্জী হাটের কাছে এক বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। এছাড়াও কাকদ্বীপ মহকুমায় ৩ জন এবং ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় ২ জন আক্রান্ত হন। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকে কন্টাইনমেন্ট জোনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আলিপুর সাব ডিভিশনে বিষ্ণুপুর–১, বজবজ–১, ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লক, মহেশতলা পুরসভা, বারুইপুর সাব ডিভিশন, ক্যানিং সাব ডিভিশন, ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশন, কাকদ্বীপ সাব ডিভিশনের বেশ কিছু এলাকাকে কন্টাইনমেন্ট জোন করা হয়েছে। সম্প্রতি সরকারি মদ দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন থানা এলাকার ব্যাপক মানুষের লম্বা লাইন হয়। সেই চিত্র দেখে অনেকেই আঁতকে উঠেছেন। তবে আশার কথা ৩০ শতাংশ দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে কি না জানিনা, দু এক দিনের মধ্যে মদের দোকানের ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। পুলিশ প্রশাসনও আগের থেকে বেশি তৎপর হয়েছেন। সকাল ১০টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকছে। তারপর ওষুধের দোকান ছাড়া অন্য সব দোকান বন্ধ করতে বলা হচ্ছে। তবে সংখ্যা লঘু অধ্যুষিত এলাকায় রমজান মাস উপলক্ষে ফলের দোকান খোলা থাকায় বেশ জনসমাগম হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সোসাল ডিসস্ট্যান্স বজায় থাকছে না। এ ব্যাপারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের আরও সচেতনতা দরকার বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন।

মাঝের হাট সেতুর কাজ শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের পূর্ত দফতর সূত্রে খবর, সোমবার ৪ মে থেকে মাঝের হাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজের পুনর্নির্মাণের কাজ নোভেল করোনা প্রভাবে সাময়িক বন্ধ থাকার পর আপাতত ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে আবার শুরু হল। আগামী শারদোৎসবের আগে ওই ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে পূর্ত দফতর জানিয়েছে। পূর্ত দফতরের মত মাঝের হাট ব্রিজের নীচে থাকা ৬৫ জন ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের নিয়ে এই কাজ করার কোনও অসুবিধা হবে না। এখন যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকায় অনায়াসে এখন কাজ করা যাবে। সড়ক সহ শহর এলাকায় সব রকম নির্মাণ প্রকল্পে কেন্দ্র ছাড় দিয়েছে। এই সুযোগ কাজে না লাগিয়ে কাজ বন্ধ থাকলে সব দিক থেকেই পিছিয়ে যেতে হবে। তবে পূর্ব নির্ধারিত আগামী জুনে এই সেতুর কাজ শেষ হওয়ার এখন আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

শেষ ১০ মাসের ‘টক টু মেয়র’

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশ্ন, অভিযোগ, মতামত, পরামর্শ ইত্যাদি নিয়ে গত বছরের ১ জুলাই থেকে ‘আপনার শ্রোতা’, কলকাতার মেয়রের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ‘টক টু মেয়রে’র সূচনা হয়। দীর্ঘ ১০ মাস পর গত ২ মে'র ‘টক টু মেয়র’ দিয়ে আপাতত এই অনুষ্ঠানটি শেষ হল। তবে নাগরিক পরিষেবায় প্রশ্ন অভিযোগ নিয়ে যেমন চলছিল, তেমনই চলবে ‘ইয়োর কমপ্লেন টু কর্পোরেশন’ (টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০৩৪৫১২১৩)। আগের মতই পুর আধিকারিকেরা পুর নাগরিক পরিষেবা চলাবেন। প্রসঙ্গত, ৭ মে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান পুর বোর্ডের মেয়াদের পরিসমাপ্তি ঘটলো। করোনার দাপটে আপাতত পুর নির্বাচনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই মেয়রকেই প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করে পুর পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। রাজ্যের বহু পুরসভার মেয়াদ শেষ হলেও নির্বাচন না করে সেগুলিও প্রশাসক নিয়োগ করেই চলছে। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল কলকাতা পুরসভার নাম।

করোনা শেষে উঠে যেতে পারে বহু অসরকারি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতিমারি নোভেল করোনা (কোভিড–১৯) আবহে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে আর্থিক মন্দা। ছোটো–মাঝারি মাপের শিল্প সংস্থাগুলি আর্থিক দুরবস্থার ডুবাচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে একই পরিস্থিতি। করোনা পরবর্তী সময়ে বহু ছোটো–মাঝারি সংস্থা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে করছেন দেশের বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদেরা। করোনা আবহে এদেশে বেসরকারি হাসপাতালের আয় কমেছে ৭০–৮০ শতাংশ। বিভিন্ন অসরকারি হাসপাতালের আউটডোরে রোগী দেখা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ৬৮১ শয্যা বিশিষ্ট বাইপাসের একটি নামী হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল সেখানে অন্য রোগীদের ভিড় নেই বললেই চলে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রতিদিন এখানে গড়ে এক হাজার রোগী আসতো। এখন তা কমে কমে ৫০–এ এসে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আউটডোরের পাশাপাশি হাসপাতালগুলির জরুরি বিভাগের অবস্থাও একই। করোনা আতঙ্কে অন্য রোগীরা হাসপাতালের ধারেকাছেও আসছেন না। অনেকেই রুটিন চেকআপ এমন কী অস্ত্রোপচারের দিনও বদলে নিয়েছেন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে। একদিকে যেমন অসরকারি হাসপাতালগুলির আয় কমে গিয়েছে, তেমনই এক ধাপে

বেড়ে গিয়েছে খরচপাতি। কর্মীদের বেতন, করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা সংক্রান্ত কিট কেনা, কর্মীদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা, থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য খাতে ব্যয় বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। অসরকারি হাসপাতাল গুলির আয়ের একটা বড়ো অংশ আসে অস্ত্রোপচার আর আউটডোর চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে। কর্মীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং করোনা পরীক্ষায় খরচ বেড়ে গিয়েছে ২৫–৩০ শতাংশ। মুম্বাইয়ের একটি নামকরা অসরকারি হাসপাতালের ৫১ জন কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কাজ করতে গিয়ে। যার ফলে ওই হাসপাতালের অন্যান্য বাকি কর্মীদের করোনা পরীক্ষা করাতে গিয়ে তাদের ব্যয় হয় ৩২ কোটি টাকা। এমনটাই দাবি করেছে ওই অসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এমন কী হাসপাতালের কর্মীদের সুরক্ষা বাবদ পিপিই (পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুপমেন্ট) কিট কিনতে গিয়ে দৈনিক ব্যয় হচ্ছে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। হাসপাতালে অন্যান্য রোগীর সংখ্যা একদমই কমে যাওয়া, আউটডোর প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া আয়ের ক্ষেত্রে একটা বড়ো সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অনেকেই আশঙ্কা করেছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ দেশে থাকা অসংখ্য ছোট–মাঝারি অসরকারি হাসপাতাল। আর যার ফলে আগামী দিনে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার ওপর এক বড়োসড়ো চাপ আসতে চলেছে বলে আশঙ্কা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। এদিকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিতে গিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। একদিকে কমছে আয়ের পথ অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা চাহিদার সুনামী আসতে চলেছে লকডাউন উঠলেই। সরকারি ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরাও প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন করোনা সামলাতে। এরপর ওই বিপুল পরিমাণ রোগীর চাপ কিভাবে সমলাবেন তারা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ০৯ মে – ১৫ মে, ২০২০

গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভে সমন্বয় হোক

একদিকে করোনার মৃত্যু মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে অন্যদিকে রাজনৈতিক দোষারোপের পালা আর সাংবাদিককূলের ওপর দমন পীড়নের রাজনৈতিক পদ্ধতি অব্যাহত। সম্প্রতি রিপাবলিক টেলিভিসন চ্যানেলের সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর ওপর দুষ্কৃতি হামলা হয়ে গেল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মদতে। তার 'অপরাধ' সোনিয়া গান্ধির কিছু অসত্য পরিচয়ের ব্যাপারে। আইনগত পথে না গিয়ে সরাসরি বল প্রয়োগের পথে অর্ণব গোস্বামীর কন্ঠরোধের অপচেষ্টা হয়। এমনকি আর এক চ্যানেলের সাংবাদিক সুবীর কুমারেরও একই হাল হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবাংলায় সংবাদ মাধ্যমের ওপর অলিখিত চাপ আসছে বিভিন্ন স্তর থেকে। প্রভাবশালীদের চাপে পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক কূলও আগের মতো আর ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারছে না। থানা থেকে কিছু ক্লাবকে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে এই সংবাদ আরামবাগ টিভি চ্যানেলের দেখানোর 'অপরাধে' এই টিভি চ্যানেলের সম্পাদককে ঘর ছাড়া হতে বাধ্য করা হয়েছে। এই দুর্যোগের সময় যখন দরকার ছিল সর্ব স্তরের সুস্থ সমন্বয়ের সেখানেই হচ্ছে নানা দুর্ভাগ্যজনক অঘটন। মূল স্রোতের সংবাদ মাধ্যম বেশি ব্যস্ত রাজভবন ও নবান্নের পত্র যুদ্ধ নিয়ে। অন্যদিকে তথাকথিত ছোট গণমাধ্যমগুলি জীবন বিপন্ন করে নানা জায়গা থেকে তুলে আনছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর যেগুলি জনগণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার দরকার ছিল। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃসহ জীবনযাপনের পাশাপাশি বহু সেবাব্রতী মানুষের মানবিক মুখ হারিয়ে যাচ্ছে দোষারোপের রাজনীতিতে। যেখানে প্রশাসনের প্রয়োজন ছিল আরও বেশি স্বচ্ছতার, আরও বেশি পরিকল্পিত সমন্বয়ের সেখানে শুধুমাত্র বাহবা কুড়িয়ে নেওয়ার দৃষ্টিকটু প্রতিযোগিতা চলছে।

বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী তারাই গণমাধ্যমে যে বিবৃতির ঝড় তুলছেন তা জনসাধারণের কাছে বিস্ময় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। অনেক বেশি শোভন ও সংযত আচরণ এই সময় কাম্য ছিল। দেশের মধ্যে একাধিক দুর্ভাগ্য জনক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। কোথাও পরিযায়ী শ্রমিকরা মালগাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা যাচ্ছেন, কোথাও বা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত গ্যাসে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। এগুলো সবই মহামারী করোনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এই নিয়েও রাজনীতি চলছে নির্মমভাবে। জাতীয় পর্যায়ে বিরোধী দলের দায়িত্ব অনেক বেশি। কিন্তু দোষারোপের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে গঠনগত পরামর্শের ভাবনাচিন্তা। এই মুহূর্তে দেশে এবং এ রাজ্যে ভীষণভাবে প্রয়োজন লকডাউনকে সার্থক করে তোলা। গণমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে রাজনীতিকরা বহু ক্ষেত্রেই হয়ে পড়ছেন বেলাগাম। গণমাধ্যমও সেগুলিকে অমৃত দান করে দেশবাসীর কাছে পরিবেশন করছে। বিভ্রান্ত হচ্ছে জনগণ। এত অভিজ্ঞতার পরেও আবারও একটি বিমান বিদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো। বিশ্বের বৃহত্তম উদ্ধার বলে কথিত এই পর্যায়েও করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে।

রেশন, চাল, চিকিৎসা সরঞ্জাম, করোনা ছাড়া অন্য ব্যধির চিকিৎসা এইগুলি যাতে যথাযথভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় এবং অযথা আতঙ্কে মানুষ না ভোগেন সেদিকে নজর দেওয়া গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের পাশাপাশি বাকি তিনটি স্তম্ভকে ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন, নইলে গণতন্ত্রের ইমারতের পাশাপাশি সমাজ কাঠামোও ভেঙে পড়বে।

শ্রীঈশোপনিষদ

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।৪।।

পরম পূর্ণের প্রতিটি অংশ তার বিশেষ শক্তি অনুসারে নির্ধারিত কাজ করতেই আদিষ্ট। কিন্তু সেই অংশ যখন তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়, তখন সে মায়ার বশীভূত বলে বিবেচিত হয়। ভগবানের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য এভাবেই শুরু থেকেই শ্রীঈশোপনিষদ আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, স্বতন্ত্র আমার তার নিজস্ব কোনও উদ্যম থাকবে না। যেহেতু সে, ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাকেও শক্তিগুলির উদ্যমে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হয়। সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। বুদ্ধিমত্তা সহকারে কেউ যখন তার ক্ষমতা বা অধিকার যথারাথভাবে প্রয়োগ করে এবং বুঝতে পারে যে, সবকিছুই ভগবানের শক্তি, তখন সে তার প্রকৃত চেতনা জাগরিত করতে পারে, যা বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাবে অপহৃত হয়েছিল। পরমেশ্বর যেহেতু সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করেন, তখন তাঁর ইচ্ছা সম্পাদনে তা ব্যবহার করতে হবে, অন্যভাবে নয়। ভগবানের প্রতি আনুগত্য দ্বারাই কেবলমাত্র তাঁকে জানা যায়। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে তাঁর স্বরূপকে জানা, তাঁর শক্তিগুলিকে জানা এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই শক্তিগুলি কিভাবে কাজ করে তা জানা। সকল উপনিষদের সারাতিসার ভগবদ্গীতায় এই সব বিষয়বস্তু পরমেশ্বর ভগবান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফেসবুক বার্তা

যে দেশের মানুষ রুটির বদলে বিড়ি, সিগারেট, গুটকা ও মদ দ্বিগুণ দামে কেনার জন্য লাইনে দাঁড়ায় সে দেশের মানুষ কখনোই খাবারের জন্য মরবে না।

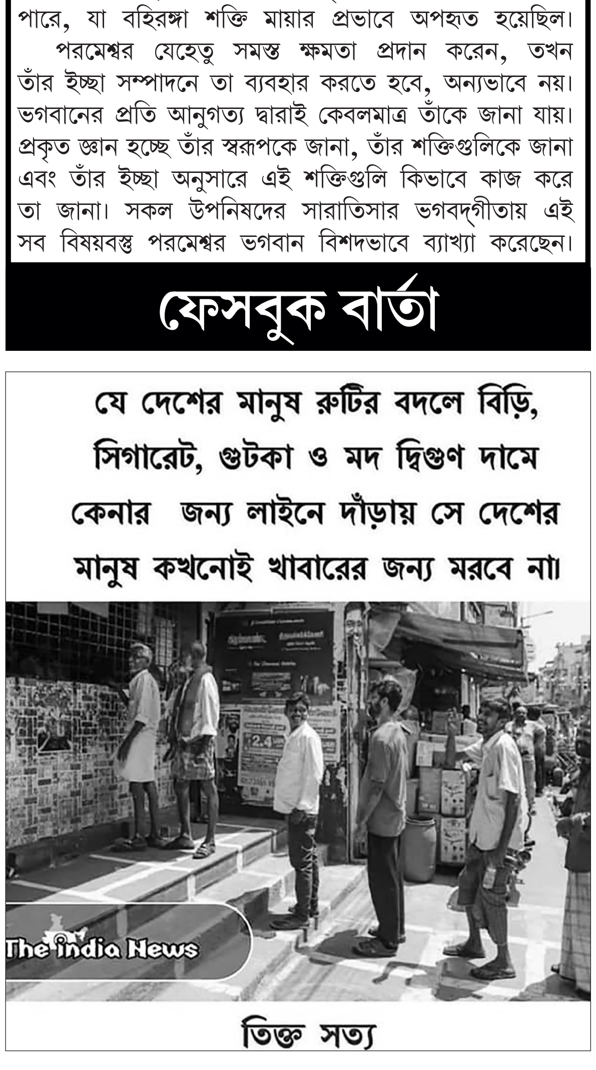

তিক্ত সত্য

সমস্যা থাকলে সমাধানের রাস্তাও আছে অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ ঃ

মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে কোথাও কোনও সমস্যা নেই। ভারতের অর্থনৈতিক সূচক ঠিকই এগোচ্ছে।

কারণ, করোনার কাটা মুক্ত হয়ে তখন কোনকাটা চলছে। পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে কোথায় ইতিবাচক আবহ? সব তো গণ্ডগোল আর ডামাডোলে। যথারীতি আফটার করোনা শক তখন ভীতি ধরাচ্ছে। বেচে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

আর এতে হচ্ছেটা কি নিচ—ওপর মিলিয়ে একটা ছোট্ট রেঞ্জে আটকে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার। নিফটি আর সেনসেক্সের ঘূর্ণচক্কর চলছে অবিরাম।

করোনা ও তার জন্য চাপে অর্থনীতি। এর ফলে কখনও দেশের সমস্যা অর্থবাজারকে ফেলে দিচ্ছে, আবার কখনও দেশের হাল শুধরালেও পতনে নতুন করে ইন্ধন জোগাচ্ছে বিদেশ থেকে আসা খারাপ খবর। এখন খানিকটা এমনই ঘটছে ভারতের শেয়ার বাজারে। ১২ হাজারের ওপরের চূড়া থেকে নিফটি হুড়মুড় করে পড়ে ৭ হাজারের ঘরে এসেছিল মূলত বিশ্বজনীন সমস্যার হাত ধরে। আবার সেই জায়গা থেকে সাড়ে ১০ হাজার পর্যন্ত বাড়তেও দেখা যায় নিফটিকে। সেনসেক্সও তার নিচের অবস্থান থেকে ঠেলেঠুলে অনেকটাই ওপরে যায়। সেই সূচক ধরে রাখতে পারেনি তার ইতিবাচক অবস্থান। ফলে ফের ৯ হাজারের কাছে চলে এসেছে নিফটি। এমতাবস্থায় বাজারের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে ঠিকই। কারণ, টেকনিক্যাল

ভাষায় প্রায় ৩০ শতাংশের মতো কারেকশন করা সূচক এখন ওভার সোল্ড জোনে দাঁড়িয়ে আছে। খুব স্বাভাবিক নিয়মে এখান থেকে একটা পাল্টা দিতে পারে সূচক। সেক্ষেত্রে নিফটি ভরপুর কেনার বাহানায় আরও একবার ঠেলেঠুলে ওপরে উঠতেই পারে। সেই জায়গা থেকে সূচকের দিশা সামনের দিকে হবে না পিছনের দিকে সেটা অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সংগঠিত হবে।

রোল ওভারের গড়পরতা বাজারের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছিল গত সপ্তাহের বাজারে। যার শুরুটা হয়েছিল নিফটির ১০০ পয়েন্ট ও সেনসেক্সের ২৫০ পয়েন্ট নিচে খোলার মধ্যে দিয়ে। একটা সময় সাম্প্রতিক কালের যে নিচু জায়গা সেই ৯,২০০ ভেঙে বেশ আতঙ্ক ছড়িয়েছিল নিফটি সূচক। সেটাই পরে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা চালাল পরবর্তী সেশনগুলিতে। নিশ্চিতভাবে ভারতের অর্থবাজারের জন্য এটা খুবই ইতিবাচক বার্তা।

সেই জায়গা থেকে অবশ্য অনেকটা রক্ষা মিলেছে। যদিও তা যে দীর্ঘস্থায়ী তা বলার মতো অবস্থা এখনও নেই।

কবে যে সূচকের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আউড়ে এখনকার এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটাবে সেটা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে অর্থবাজারে।

কারণ, এখন যে জায়গায় বাজার চলে গিয়েছে তার থেকে মোড় ঘোরাতে হলে আকাশকুসুম কিছু কাহিনিকেই বাস্তব হয়ে উঠতে হবে। চট করে না হলে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘক্ষণ। বিশেষ করে আগামী অর্থবর্ষ পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে এই অপেক্ষার পালা। তার আগে অবশ্য বাজারের হাল পালটানোর একটা সুযোগ থেকেই যাচ্ছে।

সেটা সংগঠিত হবে করোনা মোকাবিলাকে কেন্দ্র করেই। সেই অ্যাসিড টেস্টের ওপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। যদি এই সেমিফাইনাল রাউন্ড ঠিকমতো উতরে যেতে পারে কেন্দ্রের শাসক দল, তখন কিন্তু শেয়ার বাজারের চাকা ওপর দিকে ঘুরে যাবে। উলটোটা হলে অর্থবাজারের কঙ্কাল বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রবল। তার মাঝামাঝি এই মাস দুই হল খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। যে সময়টা দেখার শুধু নয়, মেপে নেওয়ারও বটে।

এখনকার ট্যাগলাইনই হল ঠিক হয়েও হচ্ছে না শেয়ার বাজার। কখনও দেশের সমস্যা অর্থবাজারকে ফেলে দিচ্ছে, আবার কখনও দেশের হাল শুধরালেও পতনে নতুন করে ইন্ধন জোগাচ্ছে বিদেশ থেকে আসা খারাপ খবর। এখন খানিকটা এমনই ঘটছে ভারতের শেয়ার বাজারে।

সুন্দরবনে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য চালু করলো বিনিময় প্রথা

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ঝড়খালি: সুন্দরবনে মানুষ করোনা কে প্রতিহত করে বেঁচে থাকার জন্য চালু করলো শতাব্দীপ্রাচীন বিনিময় প্রথা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি বিবেকানন্দ পল্লী গ্রামের মানুষ একে অপর কে নজিরবিহীন ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছেন।পাশাপাশি গ্রামকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতিমুহূর্তে সুন্দরবনের উপর ঘটছে বিপদ । কখনো নদীতে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের সময়ে সবথেকে বেশি প্রয়োজন মাস্ক,স্যানিটাইজার।লকডাউনে এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছতে পারেনি।অগত্যা নিজেদের সুরক্ষার জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিলেন।এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মহিলারা এগিয়ে এসেছেন। নিজেদের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে তৈরি হচ্ছে মাস্ক। সেই মাস্ক গ্রামের সকলের মধ্যেই বিতরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে।এখানেই থেমে নেই গ্রামের মানুষ। নিজেদের মধ্যে চালু করেছেন বিনিময় প্রথা। গ্রামের মানুষ ভাবছেন টাকা—পয়সার লেনদেন করলে ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে। আর সেই কারণেই

আক্রমণে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। কখনো বা নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে মাঠের পর মাঠ ফসল মাঠেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কখনো আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘরবাড়ি ভেঙে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।তারপর চলছে করোনার দাপট। এলাকায় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তলানিতে। সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাধা বিপত্তি কাটিয়ে গ্রামকে নতুন দিশা দেখাতে চাইছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালীর গ্রামের মানুষ। লকডাউনের জেরে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অনেকের কাছে এই গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন বিনিময় প্রথা চালু করেছেন। কেউ বাগানে সবজি অন্যকে দিচ্ছেন মুরগীর ডিমের বিনিময়ে। কেউ আবার মাছ দিয়ে মুরগী নিচ্ছেন। কেউ আবার চাল দিয়ে ডাল নিচ্ছেন। এমনিভাবে গ্রামের মধ্যে নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুলো আদান—প্রদান করছেন। আদি নিয়ম নতুনভাবে চালু হওয়াতে গ্রামের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য তৈরি হচ্ছে। এই বিনিময় প্রথা আগামী দিনে নতুন ভারতের বা ভাইরাসমুক্ত ভারতবর্ষের পথ প্রদর্শক হতে পারে।

মানুষের পাশে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে চলছে দ্বিতীয় পর্ব। একমাসের বেশি ঘরবন্দি মানুষ। কিন্তু ঘরবন্দি থাকলে মানুষ খাবে কী? যেখানে ভারতের বেশিরভাগ মানুষের দিন আনি দিন খাই অবস্থা। তাই লকডাউন ঘোষণা হবার পরের দিন সকালেই মানুষের দুঃখে পাশের থাকবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। তিনি ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ব্যক্তিত্ব। মানুষের সুখে দুঃখে থাকবার জন্যই শৈশবে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ। আজ মানুষ যখন অসহায় তখন তিনি প্রাণভয় উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে। পাশে থাকবার অভয় দিলেন তাঁদের। মুসলমান, হিন্দু সমস্ত জাতিধর্মের উর্ধ্বে উঠে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, কখনও রেল লাইনের পাশে একাকি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্য চাল, আলু ইত্যাদি

খাদ্যসামগ্রী, মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান, গ্লাভস ইত্যাদি নিজের হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। সারাবছর ধরে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে। শ্রীসমীরেশ্বর বলেন- 'আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি যা মানুষকে বাঁচায়, গভীর ভক্তির দ্বারা সেবাই প্রকৃত ধর্ম। একথা তিনি শুধু মুখেই বলেন না, কাজেও করে দেখান। বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের গেটের বাইরে থেকেও নিয়মিতভাবে সামাজিক দূরত্ব অত্যন্ত কঠোর ভাবে মেনেই বন্টন করা হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী। তিনি দেখাচ্ছেন অন্যকে যা উপদেশ দিতে হয় নিজে আদর্শ হয়ে তাই করে দেখাতে হয়। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন বিপদের দিনে অসহায় মানুষের ভরসার কেন্দ্র।

লকডাউনের দ্বিতীয় পর্বেও বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ পর্ব চলছে। প্রতিদিন গড়ে ৪৫০ জন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ। এখনও পর্যন্ত ৪২,০০০ কেজি চাল, ১৪,০০০ কেজি আলু, ৬৬০০টি হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল (১০০ মিলি), ৪০০০টি সাবান, ৪০০০টি মাস্ক, ৩২০০টি গ্লাভস পরিবারগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। লকডাউন যতদিন চলবে এভাবেই সহনাগরিকদের পাশে থাকবে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ জানালেন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

সঙ্কটে গ্রামীন কুটির শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাসের সংক্রমন থেকে রুখতে শুরু হয়েছে লকডাউন । দেড়মাস অতিক্রান্ত করেছে লকডাউন । লকডাউনের ফলে গৃহবন্দী মানুষজন । ফলে সঙ্কটে পড়েছে গ্রামীন কুটির শিল্পগুলো । বীরভূম জেলার সিউড়ি–২নং ব্লকের পুরন্দরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের নিজুরী ভেড়ামারি গ্রামে পঁচিশটি পরিবার বসবাস করে । বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি,পেছে,খাড়ুই তৈরি করে দিন গুজরান করে ওই পরিবারগুলি । লকডাউনের ফলে তারা গৃহবন্দি। মঙ্গলা মহুলী,সহিদ মহুলী,সুনীল মহুলীরা বলেন, 'লকডাউনের ফলে বাইরে বেরিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করতে না পারায় চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়েছি । সরকার থেকে আমাদের সাহায্য করলে খুবই উপকৃত হবো ।'

পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা জমা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : লকডাউনে ভিন রাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর ভিন রাজ্যে আটকে থাকা জয়নগর কুলতলির শ্রমিকদের জন্য এবার এগিয়ে এলো এপিডি আর। মঙ্গলবার এপিডিআরের এক প্রতিনিধি দল ঐ সব শ্রমিকদের নাম, আঁধার কার্ড নং, ঠিকানা, ফোন নং ও কোন জায়গায় আটকে আছে তাঁর বিস্তারিত তালিকা জয়নগর ১ নং বিডিও ও কুলতলির বিডিওর সাথে দেখা করে জমা দেন। সঙ্গে ঐ সব শ্রমিকরা যাতে দ্রুত বাড়িতে ফিরতে পারেন তা দেখার অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে এ পি ডি আর এর দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, জয়নগর ১ নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাস আমাদের কথা গুলো মন দিয়ে শুনে সমস্ত কাগজপত্র রিসিভ করে নেন। এবং বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।এর আগে আমরা সমস্ত কাগজ পত্র নোডাল অফিসার কে মেল করেছি। কিন্তু কুলতলি বিডিও অফিস থেকে শ্রমিকদের ফেরানো সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র রিসিভ করা হয় নি।

পুলিশের উদ্দ্যোগে রক্তদান জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরমে বিপুল পরিমাণ রক্তের চাহিদা থাকে। আর এই চাহিদা মেটাতে প্রতিবছর এই সময়ে সরকারি ও বে সরকারি বহু সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এবছর লকডাউনের জেরে সারা রাজ্যে রক্তদান শিবির বন্ধ আছে। সংকট মেটাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান অনুষ্ঠিত হচ্ছে।গত ২মে জয়নগর জে এম ট্রেনিং স্কুলে রক্তদান

করলেন ৪ জন মহিলা ও ৩৬ জন পুরুষ। এদিন রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল সহ আরো অনেকে। এ ব্যাপারে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, রক্তদানের বিকল্প কিছু হয় না। এই চরম সংকটে ও মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসে রক্তদান করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করবো না।

বারুইপুরে করোনার জেরে সিল করে দেওয়া হলো এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : সোনারপুরের পর এবার বারুইপুরে করোনা আক্রান্তের হদিশ পাওয়া গেল। বারুইপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বৈষ্ণব পাড়ার বাসিন্দা ৭২ বছরের এক ব্যক্তির রিপোর্টে কোভিড ১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। কলকাতার সল্টলেকের হার্ট ক্লিনিক নার্সিংহোমে তিনি চিকিৎসাধীন। সোমবার বিকালের পর এই রিপোর্ট আসার পরেই পরিবারের ৬ জন সদস্যকে হোম কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে। বাড়ির সাথেই থাকা তাঁর জেরক্স ও স্টেশনারি দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর,বেশ কিছুদিন ধরেই হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি । চেস্ট ইনফেকশান ও হয়েছিল। প্রথমে কলকাতার এক বেসরকারি নার্সিং হোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাকে সল্টলেকের নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। পাশা পাশি পৃথক একটি ঘটনায় বারুইপুরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক নার্সিং হোম সিল করে দেওয়া হয়েছে। ওই নার্সিং হোমে মগরাটের এক বাসিন্দা ভর্তি ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর রিপোর্ট করোনা পজিটিভ আসে।বারুইপুরের করোনা আক্রান্তের খবর আসতেই চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী ,ভাইস চেয়ারম্যান গৌতমকুমার দাস সহ অন্য পুরপিতারা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ওইএলাকায় পরিদর্শনে যান । এলাকাও সিল করার নির্দেশ দেন। তারপরেই মঙ্গলবার সকাল থেকেই ওই এলাকায় ঢোকার পথ বাঁশ দিয়ে লক গেট করে দেওয়া হয়। পুরোপুরি ভাবে বাসিন্দা দের বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়। ওই এলাকায় প্রবেশের ৬–৮ টি পথ পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে।পাশাপাশি বারুইপুরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতাল পুর বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তুলে দেওয়া হয়েছে শাসন স্টেশন সংলগ্ন বাজার। নির্দেশ জারি করা হয়েছে বারুইপুরের কাছারি বাজার সকাল ৬ টা থেকে ৯ টা অবধি খোলা থাকবে। অত্যাবশ্যকিয় পন্যের দোকানও সকাল ৯ টা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বারুইপুর পুরসভার পক্ষ থেকে আক্রান্তের বাড়ি সহ পুরো এলাকা মঙ্গলবার সকাল থেকেই জীবাণু মুক্ত করা হয়েছে দফায় দফায়। পুর চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী বলেন ,আমরা ওই এলাকা সিল করে দিয়েছি। নজর রাখা হচ্ছে পরিস্থিতির দিকে। প্রশাসন থেকে ওই এলাকার সব বাসিন্দাদের জন্য সব ব্যবস্থা করা হবে।এলাকার মানুষকে বাড়িতে থাকতে একান্ত ভাবে অনুরোধ করা হয়েছে

শিবতলা রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াল হুগলির ভদ্রেশ্বরে শিবতলা রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। চাঁপদানি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের এই ক্লাবের সদস্যরা করোনায় বিপদে পড়া অসহায় মানুষদের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিএমের কাউন্সিলর অচিন্ত্য সুর, এছাড়া রয়েছেন ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য অশোক সুর, সৌমেন্দ্র বিশ্বাস, শুভজিৎ সুর (রাজীব), সন্তু শংকর ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ শেঠ, সমীর মজুমদার, পশু চিকিৎসক স্বপন সুর, অসিত মিত্র। সৌরভ বিশ্বাস (রাজা), অনির্বাণ নাথ, দীপঙ্কর ঘোষ ও আশীস বিশ্বাস প্রমুখরা। চতুর্থ দফায় নিজ উদ্যোগে আশেপাশের এলাকার ৫০০টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে চাল, আলু, ডাল, সোয়াবিন, মুড়ি, বিস্কুট নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন ক্লাবের সদস্যরা। ক্লাবের কর্মীরা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে তাঁদের ক্লাব এলাকায় সমাজসেবা মূলক কাজ করে আসছে। কিন্তু এই কঠিন সময়ে আমরা কীভাবে লোককে দূরে ঠেলে দিই।

করোনার তান্ডবে শুক্রবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাট থেকে ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরলেন দুঃস্থ মানুষজন

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ১৫৯ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার সাকলে হাট বসেছিল। জমজমাট হাট বসেছিল সুন্দরবনের সিংহদুয়ার ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায়।সেই হাট থেকে বিনামূল্যে ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে খুশিতে বাড়ি ফিরলেন দুঃস্থ মানুষজন।

বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছিলেন হাট বসেছে শুক্রবারে,বক্সিগঞ্জের পদ্মাপারে।বর্তমানে দেশ তথা বিশ্বজুড়ে চলছে করোনার দাপট। আর সেই দাপটে জর্জরিত সাধারণ মানুষজন। ভাইরাস আক্রমণের ভয়ে গৃহবন্দি সাধারণ মানুষ। বাজারহাট করতে পারছেন না অনেকেই। কবি গুরুর ১৫৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে ঐতিহাসিক ‘হাট’ বক্সিগঞ্জের পদ্মাপারে বসার পরিবর্তে হাট বসলো ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। এদিন কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে হাটের সূচনা করেন সমাজসেবী সমরেশ দলুই। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস

আটকাতে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখেই সকালে সেই ‘হাট’ বসলো সুন্দরবনের সিংহদুয়ার তথা প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশনে।নানান প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক হাটের সূচনা করেন সমাজসেবী সমর দোলুই।এদিন হাট থেকে প্রায় ২০০ রিক্সাচালক, মুটিয়া মজুদূর সহ দুঃস্থ মানুষজন আসেন বাজার হাট করতে। হাট থেকে উচ্ছে,বগুন,পটল,কুমড়ো,লাই,আলু, পিয়াজ,সাবান,মাক্স সহ অন্যান্য শাকসবজী বিনামূল্যে ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে হাসিমুখে বাড়িতে রওনা দেন। উল্লেখ্য কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৩২ সালে ২৯ ডিসেম্বর সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে গিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে রেলযোগে ক্যানিং ষ্টেশন নামেন। সেখান থেকে ক্যানিংয়ের ডক থেকে স্টীমারে করে রওনা দিয়েছিলেন গোসাবার উদ্দ্যেশে। সেই সুবাদে বিশ্বকবির পদধূলিতে ধন্য সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং সহ সমগ্র গোসাবা দ্বীপ।বর্তমানে করোনার দাপটে সর্বত্র চলছে ত্রাহি ত্রাহি রব। লকডাউনের জন্য অধিকাংশ মানুষজন বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছেন। একদিকে বাজার হাট বন্ধ। অন্যদিকে লকডাউনে কাজকর্ম হারিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ।অসহায় হয়ে মহাফাঁপরে পড়েছেন দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো। আর সেই কারণে কবি গুরুর ১৫৯ তম জন্ম দিনে তাঁরই সেই ঐতিহাসিক শুক্রবারের হাট বসেছিল সুন্দরবনের সিংহদুয়ার ক্যানিং ষ্টেশনে। হাটে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলে সাধারণ মানুষের আনাগোনা। হাট মালিক সমর দোলুইয়ের একক সহযোগিতায় সাধারণ মানুষ শুক্রবারের ঐতিহাসিক হাট থেকে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্যসামগ্রী বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পেরে খুশি।

হাট মালিক সমর দলুন বলেন করোনার তান্ডবে অসহায় হয়ে পড়েছেন দুঃস্থ পরিবার গুলি। তাদের কে সাহায্য করার ইচ্ছাছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকারে সৌজন্যে তাঁরা রেশন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল,আটা পাচ্ছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একান্তভাবে সবজীর দরকার দুঃস্থ পরিবার গুলির। সেই কারণেই বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে এই হাট বসিয়ে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি মাত্র।

লকডাউনে শান্তি বাবুর শান্তিনীড়ে নিরাপদ আশ্রয় পথ কুকুরদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশন।লকডাউনের শুরু থেকেই প্রতিদিন তিনবেলা নিজে হাতে রান্না করে পথ কুকুর ও একটি বিড়াল বাচ্চা কে খাওয়াচ্ছেন শান্তিময় ঘোষ।শান্তিময় বাবু পেশায় একজন রেলপুলিশের জওয়ান। তিনি ক্যানিং ষ্টেশনেই কর্মরত রয়েছেন।

লকডাউনের রাত থেকে একটি বিড়াল বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছিলেন। পরের দিন থেকে বেশ কিছু পথ কুকুর যোগ দেয় শান্তিবাবুর শান্তিনীড়ে। শান্তিবাবুর শান্তি নীড়ে ঠাঁই হয়েছে কালু,ভুলু,পুষিদের মতো জনা পনেরো পথ কুকুর ও একটি বিড়াল বাচ্চা।পথ কুকুরদের মুখে রুচি আনতে প্রতিদিন মেনু তালিকাও পরিবর্তন করছেন শান্তি বাবু।পরিবর্তনের তালিকায় কখনও মাছ,মাংস। আবার কখনও ডিম কিংবা শুধুই পায়েস।পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে টিফিনে থাকে রুটি,মুড়ি,বিস্কুট। ক্যানিং ষ্টেশন চত্বরে এমনই

ভাবেই চলছে শান্তিবাবুর শান্তিনীড়ের নিরাপদ সংসার।

শান্তিবাবু জানিয়েছেন লকডাউনে বাজারের সমস্ত হোটেল দোকানপাট বন্ধ।খাবার পাচ্ছেনা পথ কুকুররা।কারোর বাড়িতে গেলেও ঠাঁই মিলছে না।দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়েগিয়েছিল। তারপর থেকে নিজে রান্না করে ওদের খাবারের ব্যবস্থা করি।প্রথমদিকে একটি বিড়াল ও দু—তিনটি পথ কুকুর ছিল। পরে সংখ্যাটা প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ১৫ টি পথকুকুর ও একটি বিড়াল রয়েছে।ওরা ভদ্রতার সাথে এখানে তিনবেলা খাওয়াদাওয়া করে থাকছে ষ্টেশন চত্বরে।আশ্চর্যের বিষয় ষ্টেশন চত্বরে কেউ কোন নোংরা করছে না। পাশাপাশি অচেনা অজানা লোক ষ্টেশন চত্বরে ঢুকলেই সতর্ক করে দিচ্ছে।

তিনি আরো বলেন চাকরি সুত্রে অন্যত্র বদলি হলে কে দেখবে এদের !খুব চিন্তা হয় কালু ভুলু পুষিদের জন্য।

কবি প্রণাম ও পুলিশকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের আবহেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন সেই সঙ্গে দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার পুলিশ আধিকারিকদের সংবর্ধনা জানালেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে মাক্স পরে ও সোশাল ডিসট্যান্স বজায় রেখে সঙ্গীতে অংশ নিলেন তরুন পাল, জুঁই পাল, আবৃত্তিতে পৌলমী বাগ প্রমুখ। সেই সঙ্গে নোদাখালী থানার সম্মুখে ‘আমরা করব জয়’ গানটি পরিবেশনের সঙ্গে আই সি অনিন্দ্য বোস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের পুষ্প স্তবক ও গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। আই সি অনিন্দ্য বোস কবিগুরুর ছবিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন। সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, নোদাখালী থানা এলাকা এখনও পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে। এর জন্য আই সি, বিডিও, স্বাস্থ্য আধিকারিকরা ভালো কাজ করছেন।

চতুর্থ দফার প্রস্তুতি শুরু?

প্রথম পাতার পর

পরিমান বাড়ানো প্রথম টার্গেট হওয়া উচিত। এরপর চাই ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুস্থ রাখা। সঙ্গে লকডাউনের সুযোগে বাড়াতে হবে পরিকাঠামো। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এইজন্যই সরকার লকডাউনে সময় নিচ্ছে। তার মধ্যে অর্থনীতিকে ঠেকনা দেওয়ার জন্য কিছু কিছু বাণিজ্যে ছাড় দিয়েছে। ভবিষ্যতে দেশ যাতে খাদ্য সংকটের মুখোমুখি না হয় তার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে কৃষিকাজেও। এসবই লকডাউন বাড়ানোর ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন তাঁরা।

সরকারি আধিকারিকদের মতে লকডাউন যতই দীর্ঘ হোক না কেন তা ঠিকমতো ধৈর্য্য ধরে পালন করলে আখেরে লাভ দেশবাসীরই। তাঁদের মতে প্রথম ত্রৈমাসিকে করোনার আক্রমণে জিডিপি তলানিতে গেলেও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে তা উঠতে থাকবে। শেষ লগ্নে গতবারের চেয়েও জিডিপি বাড়বে বলে তাঁদের আশা। তাঁদের মতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মন্দা আসলেও ভারতে সেই মন্দার কোনও প্রভাব পড়বে না। বরং ভালো সময় আসছে ভারতের। সাময়িক ধাক্কা সামলাতে ইতিমধ্যেই সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫০ হাজার কোটি টাকার বাড়তি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এখন দরকার এসব টাকা ঠিকমতো নিচু স্তরে পৌছানো। তাহলে লকডাউন বাড়লেও ক্ষতি নেই। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন সমস্ত পদক্ষেপই লকডাউন বৃদ্ধির প্রস্তুতি বলেই মনে হচ্ছে। তবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে সংকুচিত হতে পারে তা ঠিক হবে করোনা সংক্রমণের প্রসার বিবেচনা করে।

অন্ধদের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি স্টেশনের লাগোয়া কৃষ্ণপুর ৫ নম্বর এলাকায় ৬টি অন্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সমাজকর্মী ইন্দ্রজিৎ দত্ত। একটানা ৩৭ দিন ধরে ইন্দ্রজিৎ বাবুর প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া আরোগ্যর সদস্যরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাসিন্দাদের হাতে চাল, ডাল, আলু, সোয়াবিন, বিস্কুট সহ নানা খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

বীরভূম সাংবাদিকদের দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিল্পীদের পাশে দাঁড়ালো ‘বীরভূম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’। ৩মে ‘আন্তজার্তিক গনমাধ্যম দিবসে’র সকালে সিউড়ি শহরের পঞ্চাশজন তেল, সাবান,মাস্ক তুলে দেওয়া হলো ‘বীরভূম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে’র পক্ষ থেকে । এছারাও মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্য জেলাশাসকের হাতে

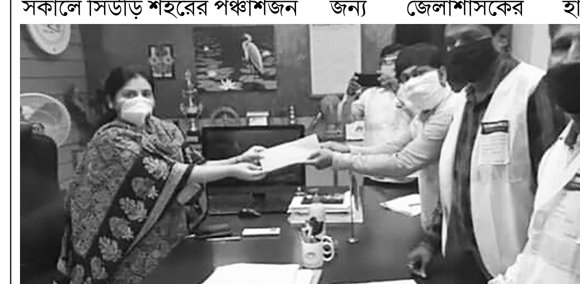

দুঃস্থ শিল্পী ও পড়ুয়াদের হাতে চাল,আলু সোয়াবিন,ডাল,সরষের পাঁচহাজার এক টাকা তুলে দেওয়া হয়।

লকডাউনে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলছে করোনার দাপট । চলছে লকডাউনও। আর সেই লকডাউন চলাকালীন গত ৬মে এক যুবকের দেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ক্যানিং এ ।মৃতের নাম চন্দন দেবনাথ(৪৫)।বাড়ি দিঘীর পাড় পঞ্চায়েতের তাঁতকল পাড়ায়। স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে এদিন সকালে ক্যানিং পেট্রোল পাম্পের কাছে অবস্থিত সেন্ট গ্যাব্রিয়েল স্কুলের পাঁচিল সংলগ্ন এলাকায় এক যুবকের দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবকের দেহ উদ্ধার করে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে এই যুবক কে মৃত বলে ঘোষনা করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। পুলিশ মৃতদেহ টি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।অন্যদিকে লকডাউনে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

দাঁইহাটে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দেবাশিস রায় : করোনা সংক্রমণ রোধে দেশব্যাপী দীর্ঘ লকডাউনে ঘরবন্দী কোটি কোটি মানুষ। তবে, সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে অসংখ্য দুঃস্থ অসহায় মানুষকে। এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে অনেকেরই অর্থাভাবে বাজার করার ক্ষমতা নেই। আবার কিছু মানুষ অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাদের কাছে বর্তমানে একবেলা রান্না করে খাওয়াটাও অতীব কষ্টের। পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহরে এমনই কয়েকশো অসহায় মানুষ রয়েছেন যাঁদের একবেলা রান্না করা খাবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। তাঁরা শহরের মোট ১৪টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিন শতাধিক অসহায় মানুষের হাতে প্রত্যহ ভাত, ডাল, তরকারি প্রভৃতি তুলে দিচ্ছেন। দাঁইহাট শহরের গণেশজননী তলায় মদন মোহন দে স্মৃতি ভবন থেকে প্রতিদিন এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি পরিচালিত হচ্ছে শুভেন্দু দাসের নেতৃত্বে।

স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লকডাউনে শহরের কয়েকশো গৃহবন্দী দুঃস্থ অসহায় পরিবারগুলির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী সহ নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিলি করা হয়। আটদিন ধরে এভাবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার পর গত ৪ মে থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি। শুভেন্দু ওরফে সুমন দাস বলেন, এই কঠিন সময়েও আমরা দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে আছি।

মূলত তাঁদের জন্যই মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য নামক এই কর্মসূচি শুরু করেছি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা প্রতিদিনই শহরের সর্বত্র গিয়ে তিন শতাধিক মানুষের হাতে রান্না করা খাবার সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছি। লকডাউন না ওঠা পর্যন্ত আমাদের এই কর্মসূচি চলবে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই কর্মসূচি শহরবাসীর মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

মহেশতলায় দুই ছবি মিলেমিশে একাকার

১) রেশনের দোকানে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই চলছে লম্বা লাইন।

মদের দোকানে উপচে পড়া মানুষের ভিড়। ছবি : অরুণ লোধ

বিজেপি সভাপতি আক্রান্ত

প্রথম পাতার পর

দিনহাটা থানার সামনে আমাদের দলের এমপির সাথে রাস্তায় ধর্নায় বসি। সেজন্য তৃণমূলের গুণ্ডারা রাত নয়টা নাগাদ আমার বাড়িতে এসে গেট ভেঙ্গে দেয়, গালিগালাজ করতে থাকে। তাদের ছোড়া ঢিলে দোতালার জানালার কাছ ভেঙ্গে গিয়েছে। চিৎকার চেচামেচিতে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। যাওয়ার সময় তারা হুমিকিও দেয়। পুলিস আসলে পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবী, ওই ঘটনার সাথে তাদের দলের কেউ যুক্ত নয়। লক ডাউনের জন্য দলের লোকজন বাড়িতেই ছিলেন। নিজেদের গণ্ডগোলের সাথে তৃণমূলের নাম জড়িয়ে কুৎসা রটাচ্ছে বিজেপি।

গতকাল ১ মে ট্যাবলো সাজিয়ে দুটি গাড়িতে করে বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের ত্রান সামগ্রী গ্রামে নিয়ে যাওয়ার পথে দুটি গাড়ি আটক করে দিনহাটা থানার পুলিস। এরপরেই ত্রান বিলিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে দিনহাটা থানার সামনে রাস্তায় অবস্থানে বসে পড়েন কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ। লক ডাউনের মধ্যে থানার সামনে রাস্তায় বিজেপি সাংসদের লোকজন নিয়ে অবস্থানের কথা জানতে পেয়ে দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে রাস্তায় বের হন। এদিনের ওই ঘটনায় বিকালে দিনহাটা শহরে উত্তেজনা তৈরি হয়। উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় অবস্থান থেকে উঠে যান বিজেপি সাংসদ। যদিও দিনহাটা থানার পুলিসি তৎপরতায় কোন গণ্ডগোল হয়নি।

পাশে আছে পূর্বাশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের উনিশটি ব্লকে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের অধিক মানুষ বসবাস করেন। এই মুহুর্তে চাষাবাদ বা মাছ ধরার মতো স্থানীয় জীবন জীবিকার বেহাল অবস্থা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব তো আছেই। স্বাভাবিক ভাবে এই অঞ্চল দারিদ্রের মাপকাঠিতে বাকি জেলার তুলনায় কয়েকগুণ দুর্বল।আর এমন অস্থিরত সংকটময় মুহূর্তেমতো অবস্থায় এগিয়ে এসেছে পূর্বাশা ইকো হেল্পলাইন।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের দক্ষিণ—পূর্বের শেষতম চরঘেরী, শান্তিগাছী,পরশমনি,লাক্সবাগান,ল াহিড়ীপুরের মতো গ্রাম। এই সমস্ত গ্রামের মানুষজন। গ্রামবাসী ও বাঘে ধরা বিধবাদের এবং প্রতিবন্ধকতা আছে এমন পরিবারকে পূর্বাশা থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী চাল,ডাল,তেল,আলু,পেঁয়াজ, সোয়াবিন,সাবান চারশো জনকে তুলে দেওয়া হয়।

থানার উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি :

‘বাড়িয়ে দাও তোমার হাত…’ – ঠিক এইভাবেই লকডাউনে দুঃস্থ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালো ছিলেন একজন করে পুলিশকর্মী । মুথাবেড়িয়া গ্রামের শেখ আনির মোল্লা, পানুড়িয়া গ্রামের মাধবী দাস, মুথাবেড়িয়া গ্রামের তপন

সদাইপুর থানা । সোমবার সকালে বীরভূম জেলা পুলিশের উদোগে থানা প্রাঙ্গণে প্রায় নব্বইটি দুঃস্থ পরিবারের হাতে ‘বুফে’ পদ্ধতিতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হলো । সামাজিক দূরত্ব মেনে মুখে মাক্স পরে এক একজন করে এসে প্রথমে স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে টেবিলে রাখা ব্যাগ নিয়ে আলাদা আলাদা টেবিলে রাখা চাল, আলু, পিয়াজ, লবন, সরষের তেল, মুসুরির ডাল, সাবান থলেতে ভরে বাড়ির পথে পা বাড়ায় । প্রত্যেক টেবিলের সামনে বাদ্যকর বলেন, ‘লকডাউনে থানা থেকে এই খাদ্যসামগ্রী পেয়ে খুবই উপকৃত হলাম ।’ সদাইপুর থানার ওসি শামিম খান, এএসআই রবীন ব্যানাজী বলেন, ‘ভবিষ্যতে এইধরনের কর্মসূচি আরও করবো ।’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লকডাউনে রক্তসঙ্কট মেটাতে কিছুদিন আগে সদাইপুর থানায় রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেছিলেন পুলিশকর্মীরাই । সদাইপুর থানার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সাধারন মানুষজন ।

কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে মা হলেন এক স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত 26 তারিখ মেদিনীপুরের ইটভাটা থেকে বেশকিছু পরিযায়ী শ্রমিকের দল নদী পেরিয়ে চলে আসে ডায়মন্ড হারবারে এরপরই প্রশাসনের লোকজন তাদেরকেতাদেরকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরই ডায়মন্ডহারবার পলিটেকনিক কলেজে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। আর এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন উত্তর 24 পরগনা সন্দেশখালি এলাকার খালি গ্রামে সামিরুল গায়েন ও আনোয়ারা বিবি। গত 3 তারিখ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে আনোয়ারা বিবি ডায়মন্ডহারবার হসপিটাল এ ভর্তি হয় আর এই রমজানের মধ্যে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। তাদের দেখতে যান ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা। নবজাতকের আগমন এখন আনন্দের হাওয়া বইছে ডায়মন্ডহারবার পলিটেকনিক কলেজে।

বজবজ প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের পিপিই কিট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার দক্ষিণ মহেশতলার এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের জন্য করছেন। তাদের হাতে বিনামূল্যে পিপিই কিট তুলে দিতে পেরে

শহরতলির বজবজ প্রেস ক্লাবের ৩০ জন সাংবাদিকদের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে পিপিই কিট প্রদান করলেন মহেশতলা ব্রাইট টেলার্সের ডিরেক্টর হাজি আসরাফ আলি। প্রসঙ্গত পি পি ই কিট সরবরাহের অর্ডার পেয়েছে। বজবজ প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দীপক ঘোষ জানান, প্রেস ক্লাবের অনেক সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে কাজ আমরা খুশি। সেই সঙ্গে তিনি হাজি আসরাফ আলিকেও ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রেস অ্যাক্রিডেটিশন কার্ড হোল্ডারদের জন্য ১০ লক্ষ টাকার বিমা ঘোষণা করেছেন।

মহিলার আক্রমণে

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারে এসেই তিনি কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারদের পরামর্শ নেন এবং ডাক্তারবাবুরা তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়ে একটি চিঠিও লিখে দেন। কিন্তু প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী অন্য জোন থেকে কেউ গ্রীনজোনে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগ তাকে করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করবে ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে এই মহিলার কাছে সেই ধরনের কোনো তথ্য বা অনুমতিও ছিলনা বলেই জানা গেছে। রবিবার সকাল থেকেই এই ঘটনা চাউর হতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সদর মহকুমা শাসক সমস্ত ঘটনা শোনার পর মহিলাকে এবং কোচবিহার বাড়িতে থাকা তারা স্বামী যিনি পেশায় একটি ওষুধের দোকানের কর্মচারী দুজনকে কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোয়ারেন্টাইনের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ গাড়িতে নিয়ে আসেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান কোচবিহারকে করোনা মুক্ত করার লক্ষ্যে বাইরে থেকে আসা যে কোন মানুষকেই তারা আগামী ১৪ দিন সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখবেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের করোনা পরীক্ষার পরেই বাড়ি ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে। যদিও কিভাবে রেড জোন থেকে প্রায় সাড়ে ৭৫০ কিলোমিটার ব্যক্তিগত ভাড়া করা গাড়িতে চেপে তিনি কোচবিহারে এসে পৌঁছালেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন?

নদী বাঁধে ফাটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার নদী বাঁধে ফাটল। সুন্দরবনের কুলতলী থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্লুইজ গেটের কাছে নদীর ধারে ফাটল দেখা গেল মঙ্গলবার সকালে। আর তা দেখে শঙ্কিত এলাকার মানুষ জন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, পুর্ণিমার ভরা কোটালে নদীর জল স্তর কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় আর তাঁর আগেই এই ফাটল মেরামত না হলে গোপাল গঞ্জ গ্রামের কয়েকশো পরিবার ও চাষের জমি প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে কুলতলির বিডিও ও কুলতলী থানায় জানানো হয়েছে বলে জানা গেল। কুলতলির বিডিও বিপ্রতীম বসাক এই ঘটনাটি দেখবেন বলে জানালেন।

চন্দননগরে চুনীদার সেই খেলা আজও মনের মণিকোঠায় বাস করে

স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৬ থেকে ৬৬ দশকে চন্দননগরে নিয়মিত লীগের খেলায় ক্রিকেট খেলেছেন সুবিমল গোস্বামী, যাকে আমরা সবাই চুনী গোস্বামী চিনি। চন্দননগরে নামী আভিজাত্য সি সি ক্লাবের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সুধীর ঘোষের সঙ্গে চুনীর দাদা মানিক গোস্বামীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রেই চুনী–মানিকের ফরাসি শহর চন্দননগরে আভিজাত্য। এই আভিজাত্য সি সি ক্লাবের হয়ে ফুটবল–ক্রিকেট এই খেলেছেন দুই ভাই চুনী–মানিক। ছয়ের দশকে মোহনবাগানে থাকার সময় চুনী ফুটবল–ক্রিকেট দুই খেলাতেই চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করেন। মানিক চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবে গেলেও পুনরায় শিশির ক্লাবে ফিরে আসেন। ওই ক্লাবের ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন মোহিত ঘোষ ওরফে মনুদা, তিনি ইস্টবেঙ্গলেও ফুটবল খেলেছেন। সি সি ক্লাবে তাঁর অধিনায়কত্বে খেলেছেন চুনী। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, অসম্ভব প্রতিভাবান ফুটবলার। ভারতীয় ক্রীড়ায় ওর মতো ‘বহুমুখী’ প্রতিভা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মোহিতবাবু ও তার স্ত্রী রত্নাদেবী স্মৃতির সরণী বেয়ে বলে চললেন সেসব দিনের কথা। বললেন চুনী–মানিক সুধীর ঘোষের বাড়িতেই থাকতেন। কুটীর মাঠে (শহিদ কানাইলাল ক্রীড়াঙ্গন) ফুটবল লিগে চুনীর খেলা দেখতে মাঠে দর্শক ভরে যেত। চুনী চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় ওর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে নিয়ে

চন্দননগরে শিশির ক্লাবের মাঠে সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুনি গোস্বামী

এসেছিলেন। চন্দননগরের ধারাপাড়ার বাসিন্দা অভীক চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে ইডেনে বাংলা বনাম বিহার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ দেখতে যাই। ১৯৭১ সালে চুনীদা বাংলার ক্যাপ্টেন। এরপরে চন্দননগর কুটীর মাঠ, হাসপাতাল মাঠে ভেটারেন্স বা প্রীতি ম্যাচে ফুটবলার চুনীদাকে অসংখ্যবার দেখেছি। চুনীদা নিজের যোগ্যতায় ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষে উঠেছিলেন। কী অসাধারণ ড্রিবল। দর্শকদের মাতিয়ে রাখতো। অভীক চট্টোপাধ্যায়ের বাবা প্রয়াত অসীম চট্টোপাধ্যায়। সিএবি–র আম্পায়ার ছিলেন। ৮০ দশকের গোড়ায় সি সি ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তিতে কুটীর মাঠে প্রীতি ক্রিকেটে চুনীদা খেলেছিলেন। ম্যাচে ৪৪ রান করেছিলেন। ওই ম্যাচে অসীমবাবু আম্পায়ারিং করেছিলেন। ক্রিকেট চুনীদার ন্যাচারাল গেম কোনওদিনই ছিল না। ফুটবলে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অধ্যবসায় এবং তাগিদের জোরে ওই পর্যায় ক্রিকেট খেলে যেতে পেরেছেন সাবলীলভাবে। চুনীদার হাসি ছিল মনোমুগ্ধকর। যে হাসি সকল মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। অসম্ভব প্রাণখোলা ছিলেন। যে সন্ধ্যায় বিদায় নিলেন চুনী, সেই সকালে হারিয়ে গিয়েছেন ঋষি কাপুর। এখানেও কোথাও একটা বড় মিল। বলিউডের প্রথম চকোলেট হিরো বলা হতো ঋষিকে। চুনীও কি বাঙালির জীবনে প্রথম চকোলেট হিরো নন। চন্দননগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বামাপদ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, চন্দননগরের খেলাধূলাকে যাঁরা গর্বিত করেছেন চুনী গোস্বামী তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন। উনি চন্দননগরকে আজীবন মনে রেখেছেন। তাই লকডাউন পর্ব উঠলে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে তাঁকে কীভাবে হৃদয়ের মণিকোঠায় রেখে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা চলছে। ‘চিয়ার্স চুনীদা’। আপনিই ফুটবলের আলোর পথযাত্রী।

মদের দোকান বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের তৃতীয় দফার শুরুতে বন্ধ থাকা মদের দোকান সরকারি নির্দেশ মেনে খোলা হয়েছে। নির্দেশে বলা ছিলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা অবধি কনটেন্টমেন জোন বাধে সব জায়গায় খোলা যাবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর থেকে সামাজিক দূরত্ব কে শিকেয় তুলে কয়েকশো মানুষ মদের দোকানে লাইন দিচ্ছে। আর তাতেই সংক্রমনের ভয় দেখছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ জন। বৃহস্পতি বার দুপুরে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে এক প্রতিনিধি দল এই মদ দোকান বন্ধের দাবিতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জয়নগর থানায় এক প্রতিবাদ মিছিল করেন। এবং জয়নগর থানার আই সির কাছে এই মদের দোকান বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি ও জমা দেন।

করোনা রোগীদের ভগবানই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের যে চারটি জেলাকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা অন্যতম। এই জেলার বারাকপুর শিল্পাঞ্চল থেকে শুরু করে খড়দহ, পানিহাটি, বরাহনগর, কামারহাটি হয়ে বারাসত, মধ্যমগ্রাম, নিউ বারাকপুরী, বিশরপাড়া, বিরাটি, দমদম দিয়ে রাজার হাট ও সল্টলেকের প্রায় অধিকাংশ এলাকা করোনা সংক্রামিত। এছাড়াও উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্যান্য আরও কয়েকটি জায়গায় করোনা সংক্রমণের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এ কারণে সরকারের পক্ষ থেকে সবদিক বিবেচনা করেই এই জেলাকে বড় জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আগামী ৩ মে সার্বিক লক ডাউনের সময়সীমা শেষ হলে গ্রীন জোন জেলাগুলিকে লক ডাউনের থেকে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রেড জোন জেলাগুলিতে লকডাউন এখনই উঠবে না বলেই জানিয়েছে সরকার।

তবে করোনা–কাণ্ডে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে, এ প্রসঙ্গে অল বেঙ্গল চিটফাণ্ড সাফারার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন–এর কোষাধ্যক্ষ নিতাই রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘এমনই এক করোনা প্রায় ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাল লক্ষ সহ সারা ভারতে প্রায় দু কোটি চিটফাণ্ডের এজেন্ট দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক করোনা–কাণ্ডে আরও প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের সংযোজন হল ভারতবর্ষে। এদিকে রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে শেষ নিদান যা দিলেন, তা একটু খতিয়ে ভাবলে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। যেখানে মানুষের দুবেলা খাবার সংস্থান নেই, সেখানে বাড়িতে রুগী রাখার ব্যয়ভার বহন করবে কে? সমস্ত দিক বিচার করলে দেখা যায়, আগামী দিনে করোনা–আক্রান্ত রুগীদের ভগবানের উপর ছেড়ে দিচ্ছে সরকার। কারণ করোনা গ্রাফ যেখানে পশ্চিমে ঊর্ধ্বমুখী, আর করোনার জন্য যে পরিমাণ আইসিইউ বা ভেন্টিলেটার দরকার, তাতে বাড়িতে রেখে কোনও করোনা আক্রান্তকে চিকিৎসা দেওয়ার অর্থই হল অচিরেই পরলোক প্রাপ্তি। এমনই এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত রাজ্য এবং কেন্দ্র মিলে নিল

হাসপাতালের শয্যার অভাবে। তবে বাড়াবাড়ি হলে তো হাসপাতালের শরণাপন্ন হতেই হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাসপাতালে ঠাঁই দেবার জায়গা নেই। এর ফলে এতদিন আপার হ্যান্ড নেওয়া কেন্দ্রিয় শাসক দলের ও কিছু মিডিয়ার মুখ পুড়ল। কারণ কথার ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী যেন স্বীকার করে নিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় আক্রান্ত অথবা আক্রান্ত হতে পারেন। লক ডাউনে যারা ঘরে বসে টিভির পর্দায় খবর দেখছেন, তারা এক অনাগত ভয়াবহ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। করোনা–সঙ্কট কালে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। যেখানে সরকারের কথাতেই জানা যায়, আগামী এক বছরের খাদ্য শষ্য দেশের ভাণ্ডারে মজুত আছে, সেখানে এহেন দুর্দিনে বহু মানুষের অন্নের সংস্থান হয় না। রাজ্য সরকার যদিও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার সুবিধা এখনও বহু মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না।’ পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া সঞ্চালকদের নিতাই রায়ের আবেদন, তারা রাজনীতি, ব্যবসা ভুলে সরকারের কাছে এই বিষয়টাকে উত্থাপন করুন।

উত্তর চব্বিশ পরগনার অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক অসিত চক্রবর্তী বলেন, ‘করোনা ভাইরাস কার্যত বিশ্ব অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিল। মন্বন্তর মনে হয় এসে যাবে। করোনা ভাইরাসে বেশি লোক মরবে, না লক ডাউন চলতে থাকলে অনাহারে অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু হবে, এই আশঙ্কায় সরকার ধীরে ধীরে লকডাউন তোলার পথে হাঁটছে। পাশাপাশি এই বিপদের দিনে রাজনৈতিক সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে করোনার ভ্যাকসিন বেরোলে মানুষের মধ্যে একটা ইমিউনিটি পাওয়ার বা প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আসলে এই ভাইরাসটা মানুষের মধ্যে গেড়ে বসেছে। ফলে এটা এখন আর ভ্যানিশ হয়ে যাবার। নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আসলে নির্মূল করণের কোনও ইঞ্জেকশন বা ভ্যাকসিন হয়না। যেমন পোলিও একটা ভাইরাস। পোলিও টিকাকরণের মাধ্যমে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও তাই হবে। মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এর সংক্রমণও আর প্রভাব ফেলতে পারবে না। তবে লকডাউনে দূষণমুক্তির ফলে করোনা রোগী ছাড়া হার্টের রোগী সহ অন্যান্য অনেক রোগীই এখন তুলনামূলকভাবে ভাল আছেন। আমার মতে বলে, চাল, ডাল, আলু, তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দীর্ঘ মেয়াদীভাবে রেশন ব্যবস্থার সরবরাহ করা দরকার। না হলে ভবিষ্যৎ ঠেকানো দুষ্কর হবে। কারণ মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ দোরগোড়ায় উঁকি মারছে।’

আগামী শারদোৎসবে করোনার করাল আঘাত, খেটে খাওয়া অর্থনীতিতে

বরুণ মণ্ডল : নাকতলা উদয়ন সংঘ ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ বাজেট কমিয়েছে আগামী দুর্গা পুজোয়। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের পুজো বলে পরিচিত চেতলা অগ্রণী কমিয়েছে ৮০ শতাংশ। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর পুজোর বাজেট কমিয়েছেন প্রায় ৭০ শতাংশ। যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লি কমিয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ বাজেট। আবার উত্তরের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার (লেবুতলা পার্ক) এবছর হয়তো কেবলই ঘট পুজো করবে। না, নোভেল করোনার (কোভিড–১৯) জেরে কলকাতার বড়ো পুজো গুলোর বাজেটে কাট ছাঁট কোনও কষ্ট কল্পনা নয়। বাঙালি এবার দীর্ঘ দ্বিদশক পর সত্যি সত্যি দেখতে চলেছে একটি পরিবর্তনের পুজো। যে পুজোয় ঠাকুর হবে বেশির ভাগই একচালা। প্যান্ডেলে থাকবে না কোনও চোখ ঝলসানো থিমের কারুকাজ। ‘আলোকের এই ঝরনা ধারায়’ ধুয়ে যাবে না, নিউ আলিপুরের সুরুচি’র রাস্তা বা শ্রীভূমি’র সার্ভস রোড। দক্ষিণের ত্রিধারা, মুদিয়ালি, রাজডাঙা নব উদয় সঙ্ঘ, বেহালা ক্লাব, বেহালার নতুন পল্লি, বড়িশাক্লাব বা ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক থেকে শুরু করে উত্তরের কাশী বোস লেন, দমদম তরুণ দলের পুজো কর্তারাও বাজেট কমনো নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটাচ্ছেন। আসলে চার দিনের পুজোয় তাক লাগিয়ে দিতে এই সময় চলে নিরন্তর গবেষনা। সলতে পাকানোর পালা। ছাপা হয় কন্ট্রাক্ট ফর্ম। প্রাথমিক ফর্দ তৈরি হয়, কোনও সংস্থা থেকে আসবে কত টাকা। কিন্তু এই সমস্ত কিছুতেই এবার জল ঢেলে দিয়েছে মারণব্যাধি নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড–১৯)।

একে তো কেউ জানে না ঠিক কবে লকডাউন উঠবে। অন্য দিকে, টাকা দেবে কে? গৌরী সেন সংস্থা গুলোতেই তো ঝাঁপ বন্ধ রয়েছে।

তার ওপর আছে, অন্য এক সমস্যা। প্রায় প্রত্যেকটি বড়ো পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীগণ। এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে চোখ ধাঁধানো পুজো করলে তাদের ভাবমূর্তি, কোপ পড়ার সম্ভাবনা। রাজ্যের সাধারণ মানুষও এ বিষয়টিকে সহজ ভাবে নেবে না। ফলে তড়িঘড়ি শুরু হয়েছে বাজেট কমানোর পালা। কিছু অর্থ বাঁচিয়ে ‘মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে’ (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইমার্জেন্সি রিলিফ ফাণ্ড–২০২০) দান করার পরিকল্পনাও চলছে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই দুর্দিনে পুজোর জৌলুসে যে কাট ছাঁট হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যের তরুণ অর্থনীতিবিদ নীলাভ রায় সহ অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের মতে এই বাজেট সংকোচন আরও বড়োসড়ো সমস্যা তৈরি করবে খেটে খাওয়া মানুষের রোজগারে।

দুর্গাপুজো এই মুহূর্তে এ বঙ্গের সব থেকে বড়ো ব্যবসা। যার থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হন প্রায় চার কোটি মানুষ। ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষ থেকে কর্পোরেট, সবাই পুজোকে কেন্দ্র করে উপার্জনের রাস্তা খোঁজে। আর সেই জায়গাতেই বিপুল আঘাত আসতে চলেছে বলে মত অর্থনীতিবিদদের। যার প্রথম ফল ভুগতে হবে বঙ্গের অর্থনীতিকে। অর্থনীতিবিদ জয়দেব সরখেলের মতো, একটা পুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত থাকে কয়েক হাজার মানুষ। ডেকরেটর সংস্থায় যারা বাঁশ–ফ্রেম তোলেন বা নামান, বাঁশ বাঁধেন যারা। ঠাকুরের অলঙ্কার থেকে শুরু করে, আলোকশিল্পের ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন করেন। যারা নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করেন। যারা পুজোর আগে ফুটপাথে জামাকাপড় বিক্রি করেন। পুজোর মণ্ডপের বাইরে খাবারের দোকান দেন, তারা সবাই কিন্তু আগামী পুজোয় তাদের ব্যবসা হারাবে। সরসুনার আর্টিস্ট পাড়ায় ভবতোষ সুতার বা পশ্চিম বড়িশার চাঁদের হাটের সুশান্ত পাল কম পয়সা পেলে তাদের খুব একটা সমস্যা হবে না। অনুপম রায় বা রূপঙ্কর বা নচিকেতা চক্রবর্তীরা দু’টো ‘থিম সঙ’ না গাইতে পারলে দিন চলে যাবে তাদের। কিন্তু পার্ক সার্কাসের মণ্ডপের বাইরে বেলুন ওয়ালা বা ত্রিধারার সঙ্গে ‘ফুচকাওয়ালা’র, সারা বছর সংসার চলে এই ক’দিনের টাকাতেই। তাদের ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা হয় এই টাকাতেই। আবার, উত্তর কলকাতার কুমোরটুলির প্রায় ছ’শ শিল্পী বেঁচে থাকে মাটির মূর্তি তৈরি করেই। ৫০ হাজার টাকা যার মাসিক আয় সে যদি হাতে ২৫ হাজার টাকা পায় তার জীবন সংশয় হবে না। কিন্তু যে পরিবারের মাসিক রোজগার চার হাজার টাকা, যে যদি এক হাজার টাকা পায় তার অর্থনীতির ভিতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এই ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষরা যার প্রায় ৭৫ শতাংশই আসেন গ্রাম বা উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলি থেকে বা জেলা শহর থেকে। তারা মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হবেন। হয়তো বা অধিকাংশই পালটে ফেলবে। এতোদিনের নিজস্ব জীবিকা। শহরের এক মধ্যম মানের পুজো উদ্যোক্তা জানান, সব থেকে বেশি ধাক্কা খাবেন, কাঠ মিস্ত্রি এবং ঢাকিরা। তার মতে পুজো উদ্যোক্তাদের উচিত, অন্য কিছু ভাবা।

এই পুজো উদ্যোক্তার প্রস্তাব কমানো বাজেটের বাড়তি টাকা থেকে গত বছর পর্যন্ত যে সমস্ত গরিব মানুষগুলো গ্রাম থেকে এসে মণ্ডপ সাজিয়েছেন, নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করেছেন, বেলুন বিক্রি করেছেন, মণ্ডপের সামনে ফুলের টব সাজিয়েছেন তাদের হাতে পুজো উদ্যোক্তারা কিছু টাকা তুলে দিন না। তবেই তো বোঝা যাবে যে বিপদের দিনে বড় পুজো গুলো মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়।

মেয়র হলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘দি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০’র অন্তিম তথা ৩৮তম অধ্যায়ের ৬৩৪ নম্বর ধারায় উল্লেখিত ‘অসুবিধা দূরীকরণ (রিমুভ্যাল অফ ডিফিকাল্টিস)–এ কী বলা আছে ‘ কলকাতা পুরনিগম আইন, ১৯৮০’ এই আইনের সামগ্রিক মোট ৬৩৬টি বিধানসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও রূপ অসুবিধা দেখা দিলে রাজ্য সরকার, যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার মোকাবিলা করার প্রয়োজনে সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বা করাতে পারবেন। ১৯৮০র কলকাতা পুর আইনের এই ধারাকে ভিত্তি করে রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবন ‘নবান্নে’র সম্মতি ও নির্দেশ কলকাতা পুরসংস্থায় প্রশাসক (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর) নিয়োগের

প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। যদিও যা এক কথায় নজিরবিহীন। ৮ মে ওই নির্দেশ কার্যকর হয়। রাজ্যের নির্বাচনী বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এতো বড়ো একটি সিদ্ধান্ত পুর আইনের ওই ৬৩৪ ধারার ভিত্তিতে করা ঠিক কাজ হয়নি। আইনের ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধনে এই ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারের উচিত ছিল অর্ডিন্যান্স ‘অধ্যাদেশ’ (অর্ডিন্যান্স) জারি করা।

মহেশতলায় কী প্রশাসকমণ্ডলী?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা ৮ মে থেকে প্রশাসক মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণে চলে এলো। বর্তমান যে পুর বোর্ড ছিল, তার পাঁচ বছরের মেয়াদ কাল ৭ মে শেষ হয়। সেরূপে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সর্বাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট ক্ষেত্রমানে জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম মহেশতলা পুরসভায় এবার নিয়ে কী তৃতীয় বারের জন্য ‘প্রশাসক’ বসতে চলেছে? না কী ঘুরপথে পুরপ্রধান ও তার পুর প্রধান পরিষদদের নিয়ে প্রশাসকমণ্ডলী গঠিত হবে? স্থানীয় বিধায়ক পুরপ্রধান দুলাল চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে

পাঁচ সদস্যের পুরপ্রধান পরিষদের পাঁচ বছরের মেয়াদ আগামী ১৪ মে শেষ হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯–এর মে ও ২০১৪–র জুলাইয়ে আলিপুরের মহকুমা শাসক দু’বার ‘প্রশাসক’ পদ অলঙ্কৃত করেন।

মহেশতলার বাটানগরে এক ক্ষুধার্ত ভবঘুরে খাবারের সন্ধানে। প্রতিদিন তারা অপেক্ষায় থাকে মানবিক মানুষদের ত্রাণের অপেক্ষায়।

ছবি : অরুণ লোধ

করোনা ভাইরাসের থেকে বাঁচতে
লক ডাউন মেনে চলুন।
ঘনঘন হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
মাস্ক ব্যবহার করুন।
সোসাল দূরত্ব মেনে চলুন।
বিনা কারণে বাড়ীর বাইরে বের হবেন না।
অসুস্থ হলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন
সচেতন থাকুন– সুস্থ থাকুন।
এই ঝড় থেমে যাবেই, পৃথিবী আবার শান্ত হবে
সৌজন্যে
স্বামীজী এন্টারপ্রাইজ
HP GAS DISTRIBUTOR
শকুন্তলা পার্ক ,কলকাতা

খাদ্য সামগ্রী বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর পুর নিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে নবগ্রাম পূর্বপাড়া এলাকায় প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর কাকলী ধাড়া, শ্যামাপদ চ্যাটার্জী, শান্তরাম ধাড়া, বাবলু বাচাল, রথীন ধাড়া (বুড়ো) ও তপন ঘোষ নিজেদের উদ্যোগে ১৫০ টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। কাকলী দেবী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন চলার ফলে সাধারণ মানুষের রোজগার বন্ধ। অবস্থা দিনদিন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। অনেকেই মুখ ফুটে নিজেদের কষ্টের কথা বলতে পারেন না। তাদের খুঁজে বের করে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়াটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন’হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com